দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 APR 1988 ...
পৃষ্ঠা... .. ...5.. কলাম 3 ... ...

027

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার মান

ঢাকা শহরে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার সময় বুঝা যায় আমাদের দেশে শিক্ষার মান কোথায় নেমে গেছে। শহরে মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ২৯৭টি। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র গুটিকয় স্কুল উন্নতমানের। ফলে প্রতি বছর এসব স্কুলে বছরের প্রথম দিকে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের অকল্পনীয় ভিড় জমে উঠে। কোনো স্কুলের কোনো কোনো শ্রেণীতে হয়তো মাত্র ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেয়া হবে কিন্তু সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে ৫০০ জন। কোন স্কুলে, ১০০ সিট আছে সেখানে ১০০০ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রতি বছর মাত্র গুটিকয় ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে পারে। অন্যরা হতাশা হয়ে নিম্নমানের স্কুলগুলোতে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এই সুযোগে অনেক কিণ্ডার গার্টেন ও প্রি-ক্যাডেট স্কুল ঢাকায় গড়ে উঠেছে। ঢাকায় এর রমরমা অবস্থা দেখে দেশের ছোট-বড় বিভিন্ন শহরেও এই কিণ্ডার গার্টেন এখন অনেক চোখে পড়ে। এগুলো মূলতঃ উন্নতমানের পড়াশুনার দাবী নিয়ে ময়দানে নেমেছে। কিন্তু এ ধরনের বেশীরভাগ স্কুলে উন্নতমানের শিক্ষা দেয়া হয় না। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে ঢাকা শহরে উন্নতমানের স্কুলের সংখ্যা শতকরা দশের বেশী হবে না। আর সারাদেশে এর হার আরো অনেক কম। এই উন্নতমান বলতে অবশ্যি এ কথাটি বুঝায় না যে, শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট মান আছে এবং এই উন্নতমান বলতে তার চাইতে বেশীমানের বুঝায়। মূলতঃ শিক্ষার সাধারণ মান আমাদের দেশের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রক্ষিত হচ্ছে না। আমাদের দেশে শিক্ষার মান যে হারে নেমে যাচ্ছে তার কুফল আমরা ইতিমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করছি। শিক্ষার্থীরা এক বা একাধিক ডিগ্রী লাভ করেও মূলতঃ তাদের জ্ঞান বা যোগ্যতা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক নিম্নমানের। কেরানীগিরীর চাকরি থেকে শুরু করে জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রেও তারা সোজা হয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করছে না। যদিও আমাদের দেশের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে— তবুও এখানে যতটুকু জ্ঞান যে পর্যায়ে আছে তা আয়ত্ত করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাথে আরো অনেক কিছু দায়ী। আমারা যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাকে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা ও জাতীয় চরিত্র গঠনে শিক্ষা যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন, তা আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোথাও যথাযথভাবে চিহ্নিত হয়নি। দুনিয়ায় উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, শিক্ষা এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। আবার অনেক উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা এক নম্বর গুরুত্ব লাভ করেছে।

বিভিন্ন দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজের, দেশের ও প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বেশী মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রটি যাতে শিক্ষকতায় প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এ দিকটির প্রতি মোটেও নজর দেয়া হয় না। আমাদের দেশে সবচেয়ে মেধাসম্পন্ন ছাত্রটি কোন দিন ভুলেও শিক্ষকতা করার কথা চিন্তা করে না। এর চাইতে ভালো চাকরি বা অন্য কোন পেশা তার কাছে বেশী লোভনীয়।

মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করার পর শিক্ষকতায় নিযুক্ত হতে পারে এই ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষার মান কখনো উন্নত হতে পারে না।

—মোজহারুল হক (বাবুল)